১. দ্বিতীয় পুলকেশীর *আইহোল প্রশস্তি*-র গুরুত্ব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করো।
(ক. বি. ২০০৯)

চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর শাসনকাল ও তাঁর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানার জন্য সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য উপাদান হলো জৈন কবি রবিকীর্তি রচিত *আইহোল প্রশস্তি*। এটি ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে জিনেন্দ্র মন্দিরের কাজ সমাপ্তির সময় রচিত হয়। দাক্ষিণাত্য তথা দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে দ্বিতীয় পুলকেশীর সংঘাত এবং বাদামির চালুক্য বংশের সমকালীন আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য পরিবেশিত হয়েছে *আইহোল প্রশস্তি*-তে। পিতৃব্য মঙ্গলেশকে হত্যা করে দ্বিতীয় পুলকেশ সিংহাসনে বসার পর চালুক্য সাম্রাজ্য জুড়ে সৃষ্ট এক অরাজক ও চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির বিবরণ *আইহোল প্রশস্তি*-তে তুলে ধরা হয়েছে। এই প্রশস্তি থেকে জানা যায়, সিংহাসনে আরোহণের অল্পকাল পরে চালুক্য শাসনের প্রধান কেন্দ্রস্থল বিজাপুর অঞ্চলেই আপ্পায়িক ও গোবিন্দ নামে দুই প্রভাবশালী ব্যক্তি দ্বিতীয় পুলকেশীর সার্বভৌমত্বকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এক চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিলেন। এতে পুলকেশী হতাশ না হয়ে আপ্পায়িককে পরাজিত করেন এবং গোবিন্দকে নিজ বশে আনেন।

Scanned with CamScanner

আইহোল প্রশস্তি-র তথ্য থেকে জানা যায় যে, লাট, মালব, গুর্জররা স্বেচ্ছায় তাঁর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল। *আইহোল প্রশস্তি*-র ২৫নং স্তবকে বলা হয়েছে যে, তিন মহারাষ্ট্র (ত্রিমহারাষ্ট্রকম)-র উপর তাঁর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই ত্রিমহারাষ্ট্র ৭৭ হাজার গ্রামের সমন্বয়ে ছিল গঠিত। তবে অনেকে মনে করেন যে, শেষোক্ত বক্তব্য খুব সম্ভবত অতিকথন দোষে দুষ্ট। ঐতিহাসিক দীনেশচন্দ্র সরকারের মতে, তিন মহারাষ্ট্র বলতে মহারাষ্ট্র, কোঙ্কন ও কর্ণাটককে বোঝানো হয়েছে। *আইহোল প্রশস্তি*-তে দ্বিতীয় পুলকেশির পূর্বাভিমুখী অভিযান প্রেরণের বিষয়টিও সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, কোশল ও কলিঙ্গরা পুলকেশীর দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হয়েছিল। অধ্যাপক এ. এস. আলটেকার মনে করেন যে, এটি কেবলমাত্র সামরিক অভিযান ছিল মাত্র, যার স্থায়ী ফল বিশেষ ছিল না। পল্লবদের সঙ্গে চালুক্যদের সংঘাতের বিষয়টিও *আইহোল প্রশস্তি*-তে বিবৃত হয়েছিল। প্রশস্তিতে দাবি করা হয় যে, পুলকেশি মহেন্দ্রবর্মনকে কাঞ্চীর কেল্লায় আশ্রয় নিতে বাধ্য করেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, চালুক্যরাজ পল্লব রাজ্যের মূল কেন্দ্রে প্রবেশ করে তাঁকে পরাজিত করেন।

সর্বোপরি বলা যায় যে, আইহোল যেহেতু একটি প্রশস্তি ছিল তাতে বর্ণিত বেশিরভাগ তথ্য দ্বিতীয় পুলকেশির প্রতি প্রশংসা সূচক বলে মনে করা হয়। ফলে তথ্যগুলিই অনেকাংশেই অতিরঞ্জন দোষে দুষ্ট বলে মনে করা হয়। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশির সম্পর্কিত অনেক উল্লেখযোগ্য তথ্যই আমরা এখান থেকে পাই যা, আমাদের সম্মুখে দ্বিতীয় পুলকেশীর বীরত্ব এবং অন্যান্য সমসাময়িক রাজাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, রাজ্য বিস্তার সম্পর্কে জানতে সাহায্য করে। *আইহোল প্রশস্তি*-র রচয়িতা রবিকীর্তি নিজেকে ভারবী ও কালিদাসের সমতুল্য বলে দাবি করেছেন। যদিও এই সব দাবির যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে তবুও বলা যায় যে, আইহোলে একটি ছোট কবিতায় দ্বিতীয় পুলকেশীর কার্যকলাপের যে বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে সাহিত্য মানের দিক থেকে বিচার করলে বলা যায় যে, তা একেবারে নগণ্য নয়।

২. দ্বিতীয় পুলকেশীর কৃতিত্বের মূল্যায়ন করো। (ব. বি. ২০১০)

স্মিথের মতে, খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে চালুক্য বা সোঙ্কি বংশের উত্থানের সময় থেকেই দাক্ষিণাত্যের প্রকৃত রাজনৈতিক ইতিহাস শুরু হয়েছিল। চালুক্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্রথম পুলকেশি। প্রথম পুলকেশীর পরে তাঁর পুত্র কীর্তিবর্মা সিংহাসনে আরোহণ করেন। কীর্তিবর্মার পর তাঁর ভাই মঙ্গলেশ সাময়িক ভাবে সিংহাসন

Scanned with CamScanner

অধিকার করেন। শেষ জীবনে তিনি নিজের ভ্রাতুষ্পুত্র অর্থাৎ কীর্তিবর্মার পুত্র দ্বিতীয় পুলকেশীর হাতে পরাজিত ও নিহত হন।

দ্বিতীয় পুলকেশী রাজ্যভার গ্রহণ করে সিংহাসনে বসলেও উত্তরাধিকার নিয়ে যে দ্বন্দ্বের সূচনা হয়েছিল, তার অবসান ঘটেনি। চালুক্য রাজ্য স্বার্থ ও দ্বন্দ্বের এক জটিল আবর্তের মধ্যে পড়ে আঞ্চলিক স্বাধীনতার উৎসাহ ও সুযোগ আরও বাড়িয়ে তুলল। দ্বিতীয় পুলকেশী 'পরমেশ্বর-শ্রী-পৃথিবী-বল্লভ-সত্যাশ্রয়'—এই বিরাট উপাধি ধারণ করে সাহস ও নিষ্ঠা সহকারে উপস্থিত সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হলেন এবং অল্পকালের মধ্যেই যা কিছু বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপ দেশের শান্তি, ঐক্য ও রাজনৈতিক শক্তিকে আঘাত করছিল সেগুলিকে দমন করলেন।

দ্বিতীয় পুলকেশী আপ্পায়িক ও গোবিন্দের আক্রমণ অনায়াসে প্রতিহত করে আরও অগ্রসর হলেন এবং বনভাসি অর্থাৎ উত্তর কানাড়া কদম্বদের কাছ থেকে জয় করে নিলেন। গঙ্গবাদি অর্থাৎ বর্তমান মহীশূরের গঙ্গবংশীয় রাজগণ, মালাবার অঞ্চলের আলুপদগকে এবং উত্তর কোঙ্কণের মৌর্যদিগকে পরাজিত করে পুরী (এলিফান্টা দ্বীপ) অধিকার করেন। এই সব বিজয়কাহিনি আইহোলের জৈন মন্দিরের গায়ে খোদাই করা এক সুদীর্ঘ লিপিতে রবিকীর্তি নামক এক জৈন প্রশস্তিকার বর্ণনা করেছেন। রবিকীর্তি কবি কালদাস ও ভারবির সম-পর্যায়ের প্রতিভা সম্পন্ন কবি বলে দাবি করা হয়েছে। দ্বিতীয় পুলকেশী উত্তর দিকে মালব, লাট্য গুর্জর প্রভৃতিও জয় করেছিলেন। আইহোল লিপির বর্ণনা অনুসারে, দ্বিতীয়, পুলকেশী ৯৯০ হাজার গ্রাম নিয়ে গঠিত তিনি মহারাষ্ট্রক-এর অবিসংবাদী অধিকারী হয়েছিলেন। এ ছাড়া, কোশল ও কলিঙ্গের রাজারা এবং পিষ্ঠপুর দুর্গের অধিকর্তা একপ্রকার বিনা যুদ্ধেই পুলকেশীর বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন। এর পর পুলকেশী কৃষ্ণাও গোদাবরীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত রাজ্য বেঙ্গী জয় করেন, পল্লবরাজা প্রথম মহেন্দ্রবর্মনের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে কাঞ্চীপুরম অর্থাৎ পল্লব রাজধানীর উপকণ্ঠে উপস্থিত হন। এইভাবে কাবেরী নদী পার হয়ে যখন পুলকেশী তাঁর বিজয় অভিযান চালাতে থাকলেন, তখন ভীত সন্ত্রস্ত চোল, পাণ্ড্য ও কেরল রাজ্যগুলি তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ এড়িয়ে যাবার উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় মিত্রতা স্থাপন করল।

দ্বিতীয় পুলকেশী যখন, দাক্ষিণাত্যে নিজের প্রাধান্য স্থাপন করে পশ্চিম ভারতের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন হর্ষবর্ধনও উত্তর ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারে ব্যস্ত ছিলেন। উভয়েই সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়েছিলেন। তাই তাঁদের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। *আইহোল প্রশস্তি* এবং হর্ষবর্ধনের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, এই যুদ্ধে হর্ষবর্ধন দ্বিতীয় পুলকেশীর কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। ঠিক

Scanned with CamScanner

কোন বছর বা কোন স্থানে এই যুদ্ধ হয়েছিল, সে বিষয়ে নিশ্চিত ভাবে কিছু বলা যায় না।

দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজ্য বিস্তারের ফলে তিনি বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণ সমগ্র অঞ্চল এবং উত্তর ভারতেরও এক বিরাট অঞ্চল তাঁর রাজ্যভুক্ত করেছিলেন। তাঁর খ্যাতি ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করে বহির্জগৎ অবধি বিস্তৃত হয়েছিল। পারস্যের সম্রাট দ্বিতীয় খসরুর সঙ্গে তিনি পত্রালাপ এবং উপহার বিনিময় করেছিলেন। উভয়ের মধ্যে দূত বিনিময়ও হয়েছিল।

বৈদিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ পুলকেশীর ক্ষমতা, গুণাবলি, বীরত্ব এবং তাঁহার প্রজাবর্গের সাহসিকতা প্রভৃতি সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, পুলকেশী তাঁর দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনী ও হস্তীবাহিনীর শক্তিতে শক্তিশালী হয়ে প্রতিবেশী রাজ্যগুলিকে গ্রাহ্য করতেন না। তাঁর রাজ্য যেমন বিস্তীর্ণ ছিল, তেমনি তাঁর পরিকল্পনাও ছিল বিশাল, তাঁর জনকল্যাণকর কার্যাদিও ছিল সর্বাত্মক, প্রজাবর্গ তাঁর প্রতি আনুগত্যপূর্ণ ছিল। পুলকেশীর সামন্তরাজগণও তাঁর প্রতি পূর্ণমাত্রায় আনুগত্য প্রদর্শন করতেন।

Scanned with CamScanner